Vol. 33 | No. 2 | 1990

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

চাকমা ভাষার কথা

Volume	33
Issue	2
Year	1990
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল
Published online	February 1, 1990
DOI	10.62328/sp.v33i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v33i2.1
Pages	1-18
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

চাকমা ভাষার কথা

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল

চাকমারা বর্তমানে বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্তে অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে। অতি সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা তিনটি জেলায় রূপান্তরিত হয়েছে। জেলা তিনটি বান্দরবন, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি। বর্তমানে এখানেই চাকমাদের বসবাস। চাকমাদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল এ সম্পর্কে গবেষক ও পণ্ডিতমহলে মতদ্বৈধতা রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এরা বিহারের (বর্তমান ভারত) চম্পক নগরের— অধিবাসী ছিল। এক হাজার কিংবা পাঁচ ছয়শো কিংবা সাতশ বছর আগে বিজয়কুমার নামে জনৈক চাকমা রাজকুমার চট্টগ্রাম—আরাকান ও বর্মা জয় করার জন্য এক অভিযান পরিচালনা করেন। যতদূর মনে হয় এই রাজকুমার—ঐ সব অঞ্চলের কিয়দংশ জয় করেছিলেন এবং তারপর থেকে চাকমারা আরাকান ও বর্মায় বসবাস আরম্ভ করে। বর্মায় বসবাস কালে বর্মীরা এদেরকে 'চাক-চেক' বা 'চাং মেং' এই নামে অভিহিত করতো। কিছুকাল পরে তারা বর্মা থেকে পালিয়ে আসে। অবশ্য তাদের এই পলায়নের কারণ সঠিক ভাবে জানা যায় না। পরিশেষে তারা আরাকান সংলগ্ন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার দুর্ভেদ্য অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। আরো সূত্র থেকে জানা যায় যে তারা প্রথমতঃ উত্তর-ভারত এবং ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকায় বসবাস করতো। নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান থেকেও বলা যায় যে এরা 'মঙ্গোলিয়ান' অথবা তিব্বতী-বর্মী। নৃতাত্ত্বিক আলোচনায় মানুষের মাথার আকার একটি সূচক সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। একে বলা হয়—শির-সূচক সংখ্যা বা Cephalic Index. মাথার দীর্ঘতার (সামনে থেকে পেছন পর্যন্ত) তুলনায় চওড়ার দিকের মাপের শততমাংশিক অনুপাতই হলো Cephalic Index.

এই অনুপাত হিসাব করে মানুষের মাথাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে :

১। লম্বা মাথা : dolicho cephalic—অনুপাত ৭৫ শতাংশের কম
২। মাঝারী মাথা : mesati cephalic—অনুপাত ৭৫ শতাংশ বা ৮০ শতাংশের কম
৩। গোল মাথা : brachy-cephalic—অনুপাত ৮০ শতাংশ বা ৩ তোঘিক।

নৃতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে চাকমারা Drachy-cephalic বা গোলমাথা বিশিষ্ট জাতি। চাকমারা সম্ভবতঃ আরাকানের মঙ্গলয়েড জাতি। পরবর্তী কালে তারা বাঙালীদেল সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে—ফলে তারা তিনটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে : চাকমা, দইং-নাক, তঞ্চইঙ্গা। দইংনাক শ্রেণীভুক্ত জাতির অধিকাংশই পালিয়ে চলে যায় আরাকানের দিকে। যদিও সম্প্রতি তাদের কেউ কেউ কক্সবাজার অঞ্চলে ফিরে এসেছে। [B.C. Allen, Provincial Gazetteer of India, পৃ, ৪১০]

রাজপুত (A.B. Rajput—The Tribes of Chittagong Hilltract) কর্তৃক লিখিত গ্রন্থেও অনুরূপ শ্রেণীভাগ করা হয়েছে। এদেরকে আবার দু'ভাগেও শ্রেণীভুক্ত করেছেন—একদল যারা নদীতীরে বসবাস করতো, আর একদল যারা পাহাড়ের উপরে বসবাস করতো। পাহাড়ের উপরে যারা বসবাস করতো তাদেরকে বংথা আর নদীতীরে যারা বসবাস করতো তাদের বলে থিয়াংথা।

'মগ'দের ভাষায় 'চাক-চেক' অর্থ শাক্য। শাক্য রাজ-পরিবারের বংশ-সম্ভূত হলে তাদের 'চাক মেং' বলা হতো। বর্মী ভাষায় 'মেং' অর্থ রাজা। সম্ভবতঃ এই 'চাকমেং' শব্দটিই—'চাকমা' শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। 'চাকমা' শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে অন্য একটি গল্পও আছে। যখন রাজা বিজয়গিরি আরাকান দখল করে, তখন তারা হাতী পোষা আরম্ভ করে। বর্মী ভাষায় একে বলা হয় 'চাং-মেং'। চাং অর্থ হাতী মেং অর্থ রাজা। চাকমা শব্দ 'শাক্য' শব্দ থেকেও আসতে পারে। উত্তর বর্মার 'শান' প্রদেশে রাজকুমার শাক্য রাজত্ব করতেন। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বলেছেন যে, 'কোচিন চিন' প্রাচীন কালে 'চাকমা' নামে পরিচিত ছিল। কেউ কেউ বলেছেন যে, মোগলদের থেকেই চাকমাদের উৎপত্তি। সম্ভবতঃ এটা সঠিক নয়। পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে আরাকানে মোগল প্রভাব এত ব্যাপক ছিল যে তা বলাই বাহুল্য। চাকমা রাজারা মুসলিম নাম বা উপাধি ধারণ করতেন। আরাকানের মুদ্রায় 'কলেমা' পর্যন্ত মুদ্রিত হতো—এমনকি তারা ফারসী অক্ষরও ব্যবহার করতো। (চাকমা জাতির ইতিহাস—বিরাজমোহন দেওয়ান, ১৯৬১, পৃ. ৪০-৪১)

আমরা এখন 'চাকমা' ভাষার উৎপত্তি কেমন করো হলো, তাই নির্ণয় করতে চেষ্টা করবো। একথা নিশ্চিত যে 'চাকমা'রা একটি যাযাবর জাতি। এক জায়গায় তারা বেশীদিন বসবাস করতো না। এক সময় তাঁরা বর্মা ও আরাকানে ছিল, অধুনা পার্বত্য চট্টগ্রামে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। 'চাকমা' লিপি বার্মিজ লিপির অনুরূপ। চাকমা ভাষায় বাংলা শব্দের প্রাচুর্য আছে। যদিও কোথাও কোথাও শব্দগুলি ঈষৎ পরিবর্তিত হয়েছে। চট্টগ্রামের উপভাষার সঙ্গে চাকমা ভাষার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু লক্ষণীয় যে আদর্শ বাংলা ভাষার সঙ্গে চাকমার সাদৃশ্য খুব বেশী নেই। সুতরাং একে বাংলার কোন 'উপভাষা' বলা সঙ্গত হবে না। কেননা আদর্শ (standard) বাংলা এবং চাকমার মধ্যে পারস্পরিক বোধ্যতা (mutual intelligibility) অত্যন্ত অল্প। সুতরাং চাকমা ভাষাকে ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষা গোষ্ঠীর একটি অপ্রধান ভাষা (minor language) বলাই সঙ্গত হবে। কেননা সকল পূর্ব ভারতীয় ভাষাসমূহের উৎপত্তি একই ভাষা থেকে। সুতরাং তাদের মধ্যে (অর্থাৎ একই গোষ্ঠীর মধ্যে) সাদৃশ্য থাকাই সঙ্গত। কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন যেহেতু চাকমারা বিহারের চম্পক নগরের অধিবাসী ছিল সুতরাং তাদের কথিত ভাষা হচ্ছে মাগধী প্রাকৃত। প্রাচীন মগধ হচ্ছে বর্তমানের বিহার। যদিও চম্পক নগরের অবস্থান সম্পর্কেও সঠিক তথ্য জানা যায় না। হিমালয়ের পাদদেশে—নেপাল বা তিব্বত, কোথায় যে ছিল 'চম্পক নগর' সে কথা নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না। স্যার জর্জ গ্রিয়ার্সন (Linguistic Survey of India Vol. V, p. 321) বলেছেন চাকমা হচ্ছে "Droken dialect of Bengali" কিন্তু তারপরের পংক্তিতেই গ্রিয়ার্সন বলেছেন যে "এই ভাষা এতই পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে একে পৃথক ভাষা বলা যেতে পারে।"

অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, 'চাকমা' একটি ভাষা—পূর্বেই বলেছি একটি অপ্রধান ভাষা (minor language)। অবশ্য চাকমা লিপি ভারতীয় লিপির কোনটার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত নয়। এর লিপি অনেকটা খ্মের অক্ষরের মত। এই খ্মের লিপি লাওস, কম্বোডিয়া, বার্মার দক্ষিণ অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় আর্যভাষার সঙ্গে অবশ্য চাকমা ভাষার একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক পার্থক্য লক্ষিত হয়—সেটি হচ্ছে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে সম্পৃক্ত (interest) স্বরধ্বনি ভারতীয় আর্য ভাষায় হচ্ছে 'অ' এবং চাকমা ভাষায় হচ্ছে 'আ'।

ক্+অ=ক (ভারতীয় আর্যভাষা, সংস্কৃত, বাংলা, আসামী, উড়িয়া ইত্যাদি)

ক্+আ=ক —চাকমা ভাষা

দ্রষ্টব্য 'ক' লেখা হলেও এই অক্ষরগুলির উচ্চারণ কালে 'কা' বলা হয়। অবশ্য শব্দ গঠিত হবার পর কিন্তু 'ক' (অকারান্ত) উচ্চারণই হয়। অক্ষরগুলির নামকরণের সময় এই পার্থক্য।

চাকমা ভাষাভাষী লোকসংখ্যার সঠিক হিসাব না পাওয়া গেলেও আনুমানিক ২ লক্ষ লোক এই ভাষায় কথা বলে, এমন তথ্য পাওয়া যায়।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

সংস্কৃত তথা নব্যভারতীয় আর্যভাষার সব স্বরধ্বনিই চাকমা ভাষায় রক্ষিত হয়েছে। ফলে বাংলা ভাষায় যে সকল স্বরধ্বনি বিদ্যমান চাকমা ভাষায়ও তার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

অ— বগা (বক)
আ— আগা (অগ্রভাগ)
ই — লাড়ি (লাঠি), ইদু (এখানে)
ফিরিং (ফড়িং)
এ্যা— খ্যার (খড়)
এ — রেইত—(রাত), এক্কো (একটি)

উ — উন্দি—(ঐখানে)
যুগি—(যোগী)
ও — চোল—(চাল)
চোক—(চোখ)
নোয়া—(নতুন)

এই ভাষায় স্বরধ্বনির নানারকম পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। 'অ' বা হসন্ত অন্তে থাকলে তা প্রায়ই 'আ' তে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ হ্রস্ব স্বরের দীর্ঘতা প্রাপ্তি ঘটে।

বক → বগা
কাল → কালা

'অ' ধ্বনি কখনও 'ই' ধ্বনিতে রূপান্তরিত:
ফরিং (ফড়িং) ফিরিং
'অ' ধ্বনি কখনও 'এ্যা' ধ্বনিতে রূপান্তিরিত:
খর (খড়) খ্যাড়
'আ' ধ্বনি আবার 'অ' তে রূপান্তরিত
বনাই (বোনাই)—বনই

উপরের স্বরধ্বনির পরিবর্তনগুলির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়:

(ক) হ্রস্ব স্বরের দীর্ঘতা প্রাপ্তি
(খ) সংবৃত স্বরের বিবৃত ধ্বনিতে রূপান্তরের প্রবণতা
(গ) বিবৃত স্বরের সংবৃত ধ্বনিতে রূপান্তরের প্রবণতা
(ঘ) দীর্ঘ স্বরের হ্রস্বতা প্রাপ্তি

স্বরধ্বনিগুলির যৌগিক স্বরধ্বনিতে (Diphthongs) পরিবর্তনের প্রবণতা বেশ লক্ষনীয়:

রাত → রেইত
পাখী → পেইখ → পেইগ → ফেইগ
খাইব → খেইম (ভবিষ্যৎ কাল)
চট্টগ্রামে উপভাষায় আছে খাইউম।

ব্যঞ্জন ধ্বনি সবই রক্ষিত হয়েছে : যদিও স্বর বা ব্যঞ্জন ধ্বনির গুণগত পরিবর্তন হয়েছে।

ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তনের কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে :

(ক) ঘোষ ধ্বনিতে পরিবর্তন : (অঘোষ ধ্বনির)

ভিতর (অঘোষ)	→	ভিদর
কাপর	→	কাবর
মাথা	→	মাদা
লাঠি	→	লাডি
ছাতা	→	ছাদি

এখানে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জন উভয়ের পরিবর্তন লক্ষণীয়—'ছ' শিসধ্বনি হিসাবে উচ্চারিত।

কথা	→	কদা

লক্ষণীয় অঘোষ অল্পপ্রাণ/মহাপ্রাণ উভয় ক্ষেত্রেই ধ্বনি পরিবর্তিত হয়েছে। আরো লক্ষণীয় দুই স্বরের মধ্যবর্তী অঘোষ ধ্বনি ঘোষধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে।

আদি ব্যঞ্জন স্বর প্রায়ই রক্ষিত হয়েছে।

অল্পপ্রাণ ধ্বনি প্রায়ই আংশিক মহাপ্রাণতা লাভ করে। এদিক থেকে চট্টগ্রামের উপভাষার সঙ্গে চাকমার সাদৃশ্য লক্ষণীয় :

'ক' এর উচ্চারণ অনেকটা 'খ' এর মত।

'প' এর উচ্চারণ অনেকটা 'ফ' এর মত।

অল্পপ্রাণ ঘোষধ্বনির ক্ষেত্রে এ জাতীয় পরিবর্তন হয় না। অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনির পার্থক্য প্রায়ই রক্ষিত হয়নি। দন্ত্য ধ্বনি ও পার্শ্বিক ধ্বনির স্থান পরিবর্তন :

লবন ← নুন

লোনা ← নোনা

[বাংলা ভাষায়ও এ-জাতীয় পরিবর্তন আছে]

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

এবার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমেই কারক বিভক্তি ও সর্বনামের কথা বলা যেতে পারে।

মানুষ (মানুছ) শব্দের রূপ :
['ছ' এর উচ্চারণ উষ্মধ্বনির মত]

		একবচন	—	বহুবচন
কর্তা —	প্রথম —	মানুছ	—	মানুছ উন
কর্ম —	দ্বিতীয়া —	মানুছ অরে	—	মানুছ উনরে
করণ —	তৃতীয়া —	মানুছ অদি	—	মানুছ উনদি
সম্প্রদান —	চতুর্থী —	মানুছ অরে	—	মানুছ উনরে
অপাদান —	পঞ্চমী —	মানুছ অতুন	—	মানুছ উন অতুন
সম্বন্ধ —	ষষ্ঠী —	মানুছ অর	—	মানুছ উন অর
অধিকরণ—	সপ্তমী —	মানুছে	—	মানুছ উনে
		মানুছ অৎ	—	মানুছ উনৎ
সম্বোধন —		মানুছোয়া	—	মানুছউন

(ক) বহুবচনের বিভক্তি হচ্ছে 'উন'

(খ) দ্বিতীয়া ও চতুর্থীর একই রকমের বিভক্তি
(বাংলার সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষণীয়)

(গ) পঞ্চমী বিভক্তি চট্টগ্রামের উপভাষার সদৃশ।

(ঘ) পূর্ববঙ্গীয় অনেক উপভাষার সঙ্গে দ্বিতীয়া বিভক্তির সাদৃশ্য আছে।
যেমন : খোদারে ডাক ← খোদাকে ডাক

সর্বনামের রূপ

'মুই' ('আমি') শব্দের রূপ

	একবচন	—	বহুবচনে
প্রথমা —	মুই	—	আমি
দ্বিতীয়া —	মত্তরে, মে	—	আমারে

তৃতীয়া —	মঅদি	—	আমা হ্যাদে
চতুর্থী —	মঅত্যায়	—	আমাত্যায়
পঞ্চমী —	মঅতুন	—	আমাতুন
ষষ্ঠী —	মঅর, মঅ	—	আমার
সপ্তমী —	মঅভিদরে	—	আমাভিদরে

তুই = তুমি, তে = সে,
ইবা = এই, সিবা = সেই,

স্থান বাচক সর্বনাম

ইঅৎ, ইয়ানৎ	= এখানে
সিঅৎ	= সেখানে
যিঅৎ	= যেখানে
কন্নৎ	= কোন খানে
উইঅৎ	= ঐখানে
ইদু	= এখানে
সিদু	= সেখানে
উদু	= ওখানে
কুদু	= কোথায়

দিক্ বাচক সর্বনাম

ইনদি	= এদিক দিয়ে
সিনদি	= সেদিক দিয়ে
উনদি	= ঐদিক দিয়ে
কুনদি	= কোন্ দিক দিয়ে

এবার ক্রিয়া বিভক্তিগুলির রূপ সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

বর্তমান কাল / নিত্যবর্তমান

	উত্তম পুরুষ—	মধ্যম পুরুষ —	প্রথম (নাম) পুরুষ
এক বচন	—মুই যাং— (আমি যাই)	তুই যঅর—	তে যায়
বহুবচন	—আমি যেইর—	তুমি যঅ— তোমরা যাও (আপনারা যান)	তারা যাদন

ঘটমান বর্তমান

মুই যাংঅর—তুই যঅর—তেযার
(আমি যাচ্ছি)

আমি যেইর — তুমি যঅর — তারা যাদন

সাধারণ অতীত

মুই যেঅং — তুই যেয় — তে যেই এ
আমি যেই এই — তুই যিঅ — তারা যেই....

সাধারণ ভবিষ্যৎ

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম (নাম) পুরুষ
একবচন	মুই যেঅম	তুই যেবে	তে যেব
বহুবচন	আমি যেবং	তুমি যেবা	তারা যেবাক

অনুজ্ঞা

মুই যাং — তুই যা — তে যউক
আমি যেবং— তুমি যঅ — তারা যাদক

চাকমা ভাষার অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন।

বাংলার 'ইয়া' ও 'ইলে' প্রত্যয় চাকমার 'ই' এবং 'লে' তে রূপান্তরিত হয়েছে।

কর+ই→করি (করে)
মর+ই→মরি (মরে)
চা+লে → চালে → চেলে
(চাওয়া অর্থাৎ দেখা)
চাঁদ উঠিলে — চান উদিলে

ইচ্ছা বা বিধি বুঝাতে 'ত' বিভক্তির ব্যবহার হয় এবং 'ত' প্রায়ই 'দ'-এ পরিণত হয় :

মুই যেদুং (যেদ অ) ন চাং—
আমি যেতে চাই না।

কখনও 'তুং' বা 'দুং' ব্যবহার করা হয় :

চেদুং — দেখবার জন্য
খেদুং — খাবার জন্য

শব্দভাণ্ডার

চাকমার শব্দসম্পদ সম্পর্কে একথা বলা চলে যে নব্য ভারতীয় আর্য-ভাষাগুলির শব্দ-সম্পদের উৎস হচ্ছে, যেমন প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা তথা সংস্কৃত কিংবা পালি প্রাকৃত। তেমনি চাকমারও উৎস প্রাচীন ভারতীয় আর্য। চাকমা ভাষার শব্দ-সম্পদ পালি প্রাকৃত থেকে গৃহীত। আর কিছু বিদেশী আরবী ফারসী বা শব্দ থেকে গৃহীত। কিছু শব্দ নব্য ভারতীয় অর্থাৎ হিন্দী উর্দু থেকে গৃহীত। সামান্য কিছু শব্দ দ্রাবিড় ভাষা থেকে আগত। দ্রাবিড় শব্দগুলি হচ্ছে : মলৈ (পর্বত), চপ্ (মাদুর) বা-না (পতাকা), তা-লা (মাথা), বিল্লী (বিড়াল),ওলা (নামানো) পোক . . . গুদা (গুলি—বহুবচন)।

আরবী-ফার্সী শব্দ :

বদা (বয়জা—ডিম), মগদা (মওতা) মৃতদেহ,
গরবা (গরাবা—) অতিথি, কাবেল, ইবলিস, হায়াত,
চেরাজ—চেরাস, কিচ্ছা (ফারসী) → কিত্তা
ফজর—ভোর, আকল—আক্কেল।

ধ্বনিগত পরিবর্তনের ফলে বহু তদ্ভব বা তৎসম শব্দ চাকমায় গৃহীত হয়েছে। এই পরিবর্তনের ফলে চট্টগ্রামের উপভাষা বা বাংলা থেকে চাকমা পৃথক রূপ ধারণ করেছে। এই সব পরিবর্তিত শব্দ ছাড়াও বহু শব্দ আছে যা চাকমা ভাষায় নিজস্ব শব্দ অর্থাৎ এগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা যায় না।

বজং = মন্দ
কজমা = কচি
লারে = আস্তে

আদু	=	পিতামহ
সজন	=	ভায়রা ভাই
নেক	=	স্বামী
খেংদা (খ্যাংদা)	=	রোগা

পরিশেষে চাকমা ভাষায় অন্যান্য ভাষার কিছু প্রভাবের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন:

আসামী বা সিলেটী উপভাষার শব্দ :

অঘোন	—	অগ্রহায়ণ মাস.
কিয়	—	কেন
উবা	—	খাড়া (দাঁড়াও)
দেইন	—	পেটুক
ধেং	—	দুষ্টু
খেংদা	=	ক্যাংটা (উপভাষা, বাংলা), রোগা
ব্যাক	=	সব, ব্যাগগুন—সবগুলি
মাত	=	মাদ (কথা)
বাঁরী	—	রাড়ী (বিধবা)
উবাচ কাবাচ	—	উপাস কাপাস=উপবাস
খুয়া, খোয়া	=	কুয়াশা (পূর্ববঙ্গের উপভাষায়ও দৃষ্ট হয়)
লগে	—	সঙ্গে
হরী	—	শাশুড়ী
বাটি, বাড়ি	—	বেঁটে
বাদি	—	(চাকমা)
তুকা	—	তগা, খোঁজ করা

বস্তুতঃ চাকমা শব্দ-ভাণ্ডারে সিলেটী, চট্টগ্রামের উপভাষা এবং আসামী ভাষার অনেক শব্দ গৃহীত হয়েছে। ফলে একে একটি মিশ্র ভাষা বলে সন্দেহ হতে পারে। কিন্তু উপরের আলোচনা থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে—এ ভাষার ব্যাকরণের একটি নিয়ম শৃঙ্খলা আছে। তা

ধ্বনিরূপেই হোক কিংবা শব্দরূপেই হোক। এই সম্পর্কে আর একটি কথা বলেই আলোচনার সমাপ্তি টানা যেতে পারে।

মগী ভাষার সঙ্গে এর কিছু শব্দগত সাদৃশ্য আছে।
[দ্রষ্টব্য: প্রভাতকুমার দেওয়ান, পৃ. ১২৭, চাকমা ভাষাতত্ত্বের পরিচয়]

কেয়ং = বৌদ্ধ মন্দির
থামাং টং = ভাতের ছোট চূড়া
ফরা = ভগবান বুদ্ধ

কিছু স্থানের নাম আরাকানী বা মগী থেকে গৃহীত :

কাপতেই চিং মুং, (নদী)
রেং ক্যয়ং = নদী, ঝগড়ার নদী
চারিখং = চামড়ার নদী
কুরা (মুরগী), মগী = ক্র্যাক, চট্টগ্রামের উপভাষায়ও কুরা অর্থ মুরগী।

ব্রহ্ম লিপির সঙ্গে চাকমা লিপির সাদৃশ্যের কথা পূর্বেই বলেছি। লাওস, থাইল্যান্ড-এর লিপির সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে একথা কেউ কেউ বলেছেন।

যেকোন ভাষাগোষ্ঠীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চাকমারও নিজস্ব বৈশিষ্ট আছে: প্রবাদ প্রবচন, ধাঁধাঁ এগুলি তার নিজস্বতার পরিচায়ক। বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী বলে চাকমাদের ভাষায় বৌদ্ধ সংস্কৃতি-বাচক অনেক শব্দ দৃষ্ট হয়।

পরিশেষে বাক্য গঠনরীতি সম্পর্কে কিছু বলা যায়। চাকমা বাক্য-গঠন রীতি ভারতীয় আর্যভাষার অনুরূপ। এ-ভাষায় নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সব রীতি অনুসৃত হয়ে থাকে।

চট্টগ্রামী উপভাভাষার মত নিষেধার্থক অব্যয় (না—ন) ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যেমন—তে কিয়্যা ন খার (সে কেন খাচ্ছে না ?)

নব্য ভারতীয় ভাষায় সাধারণ বাক্যে যেমন কর্তা কর্ম ক্রিয়া বসে, চাক্‌মা ভাষায়ও তেমনি পদক্রম অনুসৃত হয়।

প্রশ্নবোধক চিহ্ন (নি) বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়—তুই যাবেনি (তুমি যাবে কি?)

উপরের আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্ত অনায়াসে করা যায়—চাকমা একটি উপভাষা নয়—একটি পৃথক ভাষা বটে।

পরিশিষ্ট

ভাষা হিসাবে চাকমার গুণাবলী (বৈশিষ্ট্য) :

১। নিজস্ব বর্ণমালা—লিখন পদ্ধতি

২। সাহিত্য সৃষ্টি—ধর্মীয়, লৌকিক।

প্রবাদ প্রবচন ধাঁধাঁ ছড়া ইত্যাদি যদিও মুখে মুখে প্রচলিত, এগুলোকেও সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

৩। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

এখানে চাকমা ভাষায় ব্যবহৃত অতি প্রচলিত বহুল ব্যবহৃত শব্দাবলীর একটি তালিকা সংযোজিত হলো।

চাকমা ভাষায় আত্মীয় স্বজনের জন্য ব্যবহৃত শব্দাবলী।

বাবা	—	বা
মা	—	মা
দাদা	—	দা (বড় ভাই)
দিদি	—	দি (বড় বোন)
জেঠা	—	জিদু (পিতার বড় ভাই)
কাকা	—	কাক্কা
পিসা	—	পিজা
মেসো	—	মৈজা, মুজী
দাদা	—	আজু (পিতামহ)
নানা	—	নানু
ভাই	—	বেই (ভেই)

বোন	—	বোন
ভায়রা		সজন
ভাসুর	—	বিজুর (ভিজুর)
দেওর	—	দ্যাওর
ভাইপো	—	বেই পুত, ভেই পুত
মেয়ে জামাই	—	ঝি জামেই
ছেলে	—	পুআ
শালী	—	জেগদ (স্ত্রীর বড় বোন) (জ্যাগদ) (জ্যাচ্ছদ)
জা	—	জাল
স্বামী	—	ন্যাক (তুচ্ছার্থে)
ভাগিনা	—	ভাইনা
নাতি	—	নাদিন
পিসতুত	—	পিজাঙ্গা
খুড়তুত	—	খুরঅতঅ

পশু-পক্ষীর নাম

গরু	—	গরু
মহিষ	—	মোছ
ভেড়া	—	ভ্যারা
গাই গরু	—	গেই গরু
বৃষ	—	বিরিছ
কাক	—	করা
মুরগী	—	কুঁড়ি
কোকিল	—	কোইলা
কবুতর	—	কোদর
কাঠ ঠোকরা	—	কুরোল্লা
তোতা	—	তোদেক
ময়না	—	মনা

শূকর	—	যুগর
কুকুর	—	কুগুর
মোরগ	—	কুড়া

মাছ

কাতলা	—	কাদাল
কাল বাউশ	—	কালি গনি
পাবদা	—	পাবালা
চিংড়ি	—	ইজ্যা
পুটি	—	পুদি
মৃগাল	—	মাআল
টাকি	—	তাগি
মাগুর	—	ভুগুর
সিং	—	শি
বেলে	—	বাইল্যা, লদা

ফলের নাম

কাঁঠাল	—	কান্তল
তরমুজ	—	তরমুচ
আম	—	আম
চাঁপা কলা	—	চিনি চাম্বা কলা
পেয়ারা	—	গৈয়ম
পেঁপে	—	কৈঁয়া

ফুলের নাম

বকুল	—	বোল
নাগকেশর	—	নাগচ্ছর
চম্পা	—	চাম্বা
গেঁদা	—	সদরক
রক্তজবা	—	ওরফুল
লজ্জাবতী	—	লাজুরী

মাসের নাম

বৈশাখ	—	বৈছাগ
জ্যৈষ্ঠ	—	জেদ
আষাঢ়	—	আজার
শ্রাবণ	—	শাওন
বর্ষাকাল	—	বারিজা কাল
শীত কাল	—	জার কাল
ভাদ্র	—	ভাদঅ
আশ্বিন	—	আশ্বিন
কার্তিক	—	কাদি, সাত্তি
অগ্রহায়ণ	—	আগন
পৌষ	—	পুছ
মাঘ	—	মাগ
ফাগুন	—	ফাগুন
চৈত্র	—	চোত

বারের নাম

শনি	—	শনি	মঙ্গল	—	মঙলবার
রবি	—	রইব্বার	সোমবার	—	সমবার
বৃহস্পতি	—	বিসুদ	শুক্র	—	শুক্কুর
বুধ	—	বুইদবার			

চাকমা প্রবাদ

১। মাগুণে পোয়া ভুই-অ গুণে রোয়া
[মা যেমন হয়, ছেলেও তেমন, জমি অনুযায়ী চারা রোপণ করতে হয়]

২। মানুছ চিনে আগলে গাছ চিনে বাকলে
[মানুষকে তার বুদ্ধি থেকে চেনা যায়, গাছকে বাকল থেকে।]

৩। অক কদায় আম্মক ব্যাজার
গরম বাতে খুদঅ ব্যাজার
[হক কথায় অহ্মক (নির্বোধ) অসন্তুষ্ট,
গরম ভাতে ফকির অসন্তুষ্ট]

ধাঁধাঁ

১। গাঙ্গ উবরে শিলকুয়া (নারকেল)

২। গাজ অইয়ে চক্কুর চক্কুর
পাদা হয়ে সেল
মে ভাঙ্গি ন পারে তার আক্কলান গেল। (খেজুর গাছ)

ছড়া

১। ধুন্দা সারা লাগেই পানি দিব কনে
দুইখ্যা মামা ঘরত নেই দুধ্ দিব কনে।

[বাহুল্য ভয়ে প্রবাদ, ধাঁধা ও ছড়ার অধিক উদ্ধৃতি দেয়া হলো না]

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১ বিরাজমোহন দেওয়ান—চাকমা জাতির ইতিহাস, ১৯৬৯
২ চাকমা ভাষাতত্ত্বের পরিচয়—প্রভাতকুমার দেওয়ান, ১৯৭৮, চট্টগ্রাম
৩ Bangladesh District Gazette, Chittagong Hill Tracts, 1971, Gen. Ed. M. Ishaq.
৪ আধুনিক ভাষাতত্ত্ব : আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, ঢাকা, ১৯৮৫
৫ ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব : মুহম্মদ আব্দুল হাই, ঢাকা, ১৯৭৫
৬ বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিয়, অতুল সুর, কলিকাতা, ১৯৭০
৭ Sir G.A. Griorson—Linguistic Survey of India. Vol V. DFI (Reprint) 1968
৮ চাকমা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব—সুগত চাকমা কর্তৃক প্রস্তুত মনোগ্রাম ১৯৭৪ (পার্বত্য চট্টগ্রাম)

সুগত চাকমা, চাকমা শব্দের নিম্নোক্ত ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করেছেন।

শাক্য মাং > শাক মাং > শাকমা > চাকমা

শাক্যমাং অর্থ শাক্য রাজা।

লক্ষণীয় 'ক' এর উচ্চারণ আদর্শ বাংলার 'চ' নয়। অনেকটা উষ্ম বা শিস ধ্বনির মত।

[চাকমা ভাষা সম্পর্কে বর্তমানে বিস্তৃত আলোচনার অভাব লক্ষ্য করা যায়। নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে বাঙালীর সঙ্গে চাকমার কোন সাদৃশ্য নেই। গ্রীয়ার্সন (১৯৬৮ : ৩২১) চাকমা ভাষা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার উপর ভিত্তি করে বিকশিত বলে যে মন্তব্য করেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। তার কারণ, দীর্ঘদিন চাকমারা বাঙালীদের সঙ্গে বসবাস করায় সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে তাদের ওপর বাংলা ভাষার প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। গ্রীয়ার্সন নিজেও মন্তব্য করেছেন, চাকমা লিখনরীতির সঙ্গে খেমের রীতির সাদৃশ্য বর্তমান—যা ক্যাম্বোডিয়া, লাওস, থাইল্যান্ড, বার্মার দক্ষিণ অঞ্চলে ব্যবহৃত। খেমের বর্ণমালার সঙ্গে চাকমা বর্ণমালার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। নৃতাত্ত্বিক, বর্ণমালার বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে

বাংলার সঙ্গে চাকমার বৈসাদৃশ্যও বিদ্যমান। সেদিক থেকে বিচার করে চাকমাকে ভারতীয় ভাষার সহোদর ভাষারূপে চিহ্নিত করা যায় কিনা— এমত বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত নয়। ডক্টর মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল তাঁর প্রবন্ধে চাকমা ভাষার উদ্ভব ও বিন্যাসগত দিক সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, তার মধ্যদিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত প্রতিফলিত।

—সম্পাদক।]